যুগান্তর

তারিখ 21 OCT 2012
পৃষ্ঠা 3 কলাম 4

সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ জানুয়ারি থেকে সরকারি হচ্ছে

মুশতাক আহমদ

আগামী বছরের পয়লা জানুয়ারি দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি হয়ে যাচ্ছে। এরপর থেকে দেশে আর কোন বেসরকারি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকছে না। প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। ১০ নভেম্বর ঢাকায় শিক্ষকদের এক মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ঘোষণা দেবেন। ওইদিন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সারাদেশ থেকে লক্ষাধিক প্রাথমিক শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন।

২৭ মে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ওইদিন তার সঙ্গে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নেতাদের এক সভায় সংলাপ হয়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৩ সালে প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের তৎকালীন সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন। তার কন্যা শেখ হাসিনার সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে একই ধরনের উদ্যোগ নিলেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সরকার মোট ২৬ হাজারাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করছে। এর জন্য এইসব বিদ্যালয়ের পেছনে সরকারের ব্যয় বর্তমানের চেয়ে আরও ৬৫১ কোটি টাকা বাড়বে। বর্তমানে এ খাতে সরকার এমপিও হিসেবে প্রায় ৪শ' কোটি টাকা ব্যয় করে আসছে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন জানান, মোট তিন ধাপে জাতীয়করণ সম্পন্ন হবে। প্রথম ধাপে আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ হল বলে ধরে নেয়া হবে। দ্বিতীয় ধাপটি ৬ মাস পর জুলাই মাসে হবে। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি শেষ ধাপে পরিপূর্ণভাবে সব বিদ্যালয় শতভাগ সরকারি বিদ্যালয়ের সুবিধা পাবে। তিনি ঘুষ লেনদেন এবং জাতীয়করণ নিয়ে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা শুনেছি, কেউ কেউ জাতীয়করণ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। রূপরেখা সম্পন্ন না হওয়ায় জুলাই মাসে কার্যকর করা যায়নি। কিন্তু আগামী বছর একটির পরিবর্তে শিক্ষকরা দুটি সুবিধা পাচ্ছেন। কেউ যেন কারও কথায় কান না দেন। এ নিয়ে কারও সঙ্গে ন্যূনতম লেনদেন না করেন। আমরা সবাইকে সরকারি করে নিচ্ছি। আর কোন বেসরকারি বিদ্যালয় থাকবে না।' প্রধানমন্ত্রীর মে মাসের ঘোষণার পর বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ নিয়ে মন্ত্রণালয়ে জাতীয়করণ সংক্রান্ত রূপরেখা প্রণয়নে ১২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ওই রূপরেখা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, ফাইলটি এখনও অর্থ মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই চলছে।

জাতীয়করণ হচ্ছে লক্ষাধিক শিক্ষকের চাকরি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আসছে ১০ নভেম্বর

দু'দশকের আন্দোলনের ধারা : চাকরি জাতীয়করণের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন ১৯৯১ সাল থেকে। নির্বাচনে ভোটানুষ্ঠানে মাঠপর্যায়ে ভোট গ্রহণের মূল পয়েন্টে থাকেন এসব শিক্ষক। যে কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের রাজনীতির ঘুঁটিতে পরিণত করেছিল। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। এই শিক্ষকরা তখনও আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ঢাকার ওসমানী উদ্যানে চাকরি জাতীয়করণের একদফা দাবি আদায়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেন। অনশনের নবম দিনে বিগত জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও তখনকার বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া কর্মসূচিস্থলে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি তার দল ক্ষমতায় গেলে দাবি মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর ২০০০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ওসমানী উদ্যানে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আয়োজন করে শিক্ষক মহাসমাবেশ। ওই মহাসমাবেশেও খালেদা জিয়া উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে। সে অনুযায়ী ২০০১ সালের নির্বাচনে শিক্ষকদের দাবি বিএনপির ১৯ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে (পৃষ্ঠা-১৯, অনুচ্ছেদ-৩.১০ শিক্ষা) অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরও চাকরি জাতীয়করণ হয়নি। তখন ওই সরকারের সর্বশেষ বাজেটকে সামনে রেখে সব শিক্ষক সংগঠন আন্দোলনে নেমেছিল। তবে চাকরি জাতীয়করণের প্রধান দাবি পূরণ না হলেও ৫ থেকে ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, প্রধান শিক্ষকদের আলাদা বেতন স্কেল প্রদানসহ কিছু দাবি মেনে নেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান মহাজোট সরকারও তাদের বিগত নির্বাচনী ইশতেহারে এসব শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সরকার বিএনপির মতোই শিক্ষকদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে বারবার। শুধু তাই নয়, ২০১১ সালের নভেম্বরে এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমিন চাকরি জাতীয়করণের ব্যাপারে সরকারের কোন চিন্তাভাবনা নেই বলেও সাফ জানিয়ে দেন। এরপরই শিক্ষকরা আন্দোলনে নামেন।

গত বছরের ২১ থেকে ২৭ ডিসেম্বর একইভাবে তারা কর্মবিরতি, অনশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। কিন্তু দাবি আদায় হয়নি। উপরন্তু আইয়ুব আলী নামে লক্ষ্মীপুরের এক শিক্ষক অনশন শেষে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে মারা যান। এরপর শিক্ষকরা ফের আন্দোলনে নামেন। চলতি বছরের ১৫ থেকে ১৯ জানুয়ারি ধর্মঘট ও কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি চলে। ফলে স্কুলগুলো অচল হয়ে যায়। এভাবে আন্দোলন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

বিদ্যালয় : প্রাথমিক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শহীদ মিনার পর্যন্ত গড়ায়। ১৩ মে থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে পদযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। কর্মসূচিকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং পুলিশের জলকামান ব্যবহারের ঘটনা ঘটে। কর্মসূচি শেষে দাবি মানা না হলে ১৬ জুন থেকে সব রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে তালা ঝুলানোরও ঘোষণা ছিল শিক্ষকদের। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম চৌধুরী জানান, ১৩ মে আন্দোলনকালেই তারা আভাস পেয়েছিলেন তাদের দাবি মানা হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে। শেষপর্যন্ত তাই হল।

আর নতুন বিদ্যালয় নয় : আগামী তিন বছর নতুন করে আর কোন বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে না। সাধারণত ইউনিয়ন পর্যায়ে এ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী জানান, তাদের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন আর বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কোথাও বিদ্যালয় প্রয়োজন হলে সরকার করবে। তিনি বলেন, এ সিদ্ধান্ত এজন্য নেয়া হয়েছে যে, জাতীয়করণ প্রক্রিয়াকালে যাতে আর কেউ প্রতিষ্ঠান খুলতে না পারে।

বঞ্চিত হচ্ছে আরও সাড়ে ১০ হাজার : তবে প্রাথমিক শিক্ষা সচিব যা-ই বলুন না কেন, সরকারি চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী ২৬ হাজার বিদ্যালয়ের প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ হচ্ছে। কিন্তু এর বাইরে আরও প্রায় সাড়ে ১০ হাজার শিক্ষক বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। এর মধ্যে সাড়ে ৭ হাজার ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৩ হাজার অনিবন্ধিত বিদ্যালয় এবং ২ হাজার কমিউনিটি বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলো সরকারিকরণের তালিকায় নেই।

এমপিও বন্ধ : জাতীয়করণের ডামাডোলে পড়ে নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা এমপিও বঞ্চিত হচ্ছেন। যেদিন প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন সেদিন থেকে নতুন বিদ্যালয় খোলার অনুমতি বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের এমপিওভুক্তিও বন্ধ রয়েছে। এর ফলে নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা অর্ধাহারে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন। যুগান্তরে টেলিফোনে অনেকে তাদের এ ক্ষোভের কথা জানান।